ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি

পরিচিতি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে
দৃঢ়ভাবে
একসাথে

টিআইবির
বোর্ড মেম্বার

চেয়ারপার্সন

মনসুর আহমেদ চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী

কোষাধ্যক্ষ

মাহফুজ আনাম

সদস্য

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম
অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা
ফিলিপ গাইন
বনশ্রী পাল
ফারুক আহমেদ
তাহেরা ইয়াসমিন
ব্যারিস্টার মনজুর হাসান

টিআইবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত ও অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)–এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার হিসেবে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

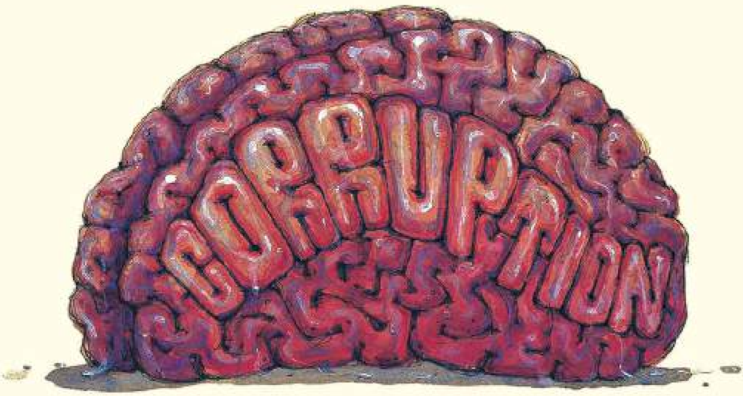

REMOVE IT FROM HERE...!

টিআইবির
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বৈষম্যবিরোধী চেতনার অন্যতম অনুষঙ্গ–গণতন্ত্র, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বাক্-স্বাধীনতা ও মানবাধিকার–এই মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে জনগণের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টিসহ আইন ও নীতিকাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতসমূহে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা টিআইবির উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে সরকার, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাত এবং প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য।

টিআইবির
কার্যক্রম

টিআইবির উদ্যোগে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা জোরালো জন-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টিআইবি একদিকে জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কারে অনুঘটকের ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গঠনের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) টিআইবি সক্রিয়। সারা দেশে প্রায় দশ হাজার উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবী– সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি), ইয়াং প্রফেশনাল অ্যাগেইনস্ট করাপশন (ওয়াইপ্যাক) ও টিআইবি সদস্যবৃন্দ দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মূল স্তম্ভ ও চালিকাশক্তি।

গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে টিআইবি। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা এবং নারী ও পুরুষের সমঅধিকার–এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে টিআইবির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। টিআইবির কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যই হলো আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কার্যকর চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য হ্রাস ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

টিআইবির
মূলমন্ত্র

টিআইবি সকল প্রকারের ভয়-ভীতি, পক্ষপাত ও প্রভাবমুক্ত হয়ে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সংস্থাটির সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত, সেই সূত্রে টিআইবি নিজেকে দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগে নিয়োজিত বা আগ্রহী সংশ্লিষ্ট সকলকে অংশীজন মনে করে। কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ বা বিপক্ষ হয়ে টিআইবি কাজ করে না এবং কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করে না।

নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও কর্ম পরিচালনায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা করে সংস্থাটি। টিআইবি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, কর্ম-কৌশল ও পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রম, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, সকল নীতিমালা, ম্যানুয়াল ও অর্থ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং টিআইবির ওয়েবসাইটে সহজপ্রাপ্য।

টিআইবির
কর্মকাঠামো

পাঁচটি বিভাগ–

- গবেষণা ও পলিসি
- সিভিক এনগেজমেন্ট
- আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
- অর্থ ও প্রশাসন এবং
- ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট

গবেষণা ও পলিসি বিভাগ

সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করার সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ তথ্য-উপাত্তভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। গবেষণা ও পলিসি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো–

- দুর্নীতি ও সুশাসনের সংকট খুঁজে বের করতে বহুমুখী গবেষণা পরিচালনা এবং ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।
- গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নীতি অবহিতকরণ, নাগরিক অধিকারের বিষয়ে সচেতন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহনে সহায়তা করা।

সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী ও তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করার পাশাপাশি সনাক, ইয়েস ও এসিজির উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণসহ সর্বস্তরে দুর্নীতিবিরোধী মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা।
- ৪৫টি অঞ্চলে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের মাধ্যমে তরুণ জনগোষ্ঠীর দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং দেশব্যাপী কৌশলগত ও শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা।
- সেবাগ্রহীতাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি) গঠন এবং কমিউনিটি মনিটরিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসন ও সেবার মানোন্নয়নে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)

টিআইবি অংশগ্রহণমূলক দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ২000 সালে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্কের সূচনা করে। সারা দেশে ৪৫টি প্রশাসনিক এলাকায় গঠিত এই কমিটিগুলো সচেতন নাগরিক কমিটি Committee of Concerned Citizens সংক্ষেপে CCC বা সনাক নামে পরিচিত। একটি প্রশাসনিক এলাকার স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতী, সচেতন, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ, উদ্যমী, সাহসী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত। স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় এবং সংলাপের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য এই কমিটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। টিআইবির লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব থাকে সনাকের ওপর। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টিআইবি বিভিন্ন কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সনাককে উৎসাহিত করছে।

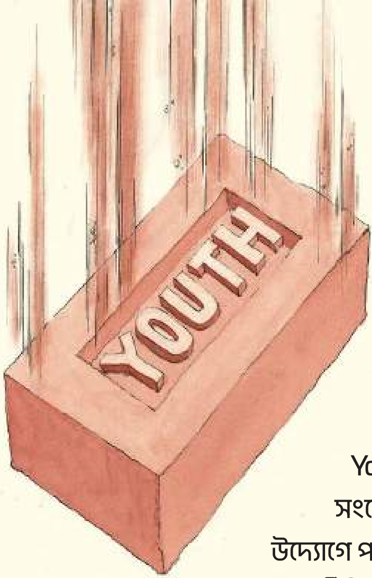

ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস)

Youth Engagement and Support সংক্ষেপে YES বা ইয়েস হলো টিআইবির উদ্যোগে পরিচালিত তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্ম, যা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্নকে ধারণ করে। ইয়েস সদস্যগণ নিজেরা দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সুনির্দিষ্ট দুর্নীতিবিরোধী প্রচার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ২০০১ সাল থেকে সনাক এলাকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবক ও নাট্যকর্মী হিসেবে সম্পৃক্ত করে তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম শুরু। ২০০৬ সালে তরুণদের এ উদ্যোগ ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) নামে পরিচিতি লাভ করে। পর্যায়ক্রমে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে এবং ঢাকায় ১৬টি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে এ উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়।

অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি)

Active Citizens Group সংক্ষেপে ACG বা এসিজি হলো কমিউনিটির অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত একটি নাগরিক গ্রুপ। সেবাদানকারী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এসিজি গঠিত হয়ে থাকে। স্থানীয় সচেতন নাগরিক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সংগঠন, পেশাজীবী, তরুণ ও যুবসংগঠন, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, নারী সংগঠনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এসিজি গঠিত। প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি মনিটরিং এর মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে তথ্য সরবরাহে এসিজি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এসিজির উদ্যোগে স্থানীয় সেবাদানকারী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অ্যাপভিত্তিক কমিউনিটি মনিটরিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার পাশাপাশি সেগুলো নিরসন ও সেবার মানোন্নয়নে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্নীতিরোধে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে টিআইবির বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল এবং তথ্যের আলোকে প্রণীত সুশাসন-সম্পর্কীত সুপারিশ বাস্তবায়নে আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ–

- গবেষণালব্ধ তথ্য ও সুপারিশের আলোকে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী পর্যায় এবং সাধারণ নাগরিকসহ সকল অংশীজনকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা।
- দুর্নীতি মোকাবেলার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সকল অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা।
- স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতে সরকার প্রণীত বিভিন্ন আইন ও নীতি পর্যালোচনা এবং সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুতে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- সাধারণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ও ফেলোশিপ প্রদান, কার্টুন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মুট কোর্টসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, গোলটেবিল আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করা।
- আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মূল্যবোধ ও চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

টিআইবির

চলমান প্রকল্পসমূহ

প্যাক্টা (পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন : টুওয়ার্ডস ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি)

বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেঞ্জ (বিবেক) প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত ও গভীরতর করতে Participatory Action against Corruption: Towards Transparency and Accountability - PACTA (জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৬) প্রকল্পের আওতায় টিআইবির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্যাক্টা তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর কমিউনিটিভিত্তিক একটি প্রকল্প, যা কমিউনিটির জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কার্যকর ও টেকসই দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেবে। এ প্রকল্পে এসিজির সদস্যবৃন্দ প্যাকট্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাত/প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের নির্ধারিত নির্দেশকের আলোকে কমিউনিটি পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন করছেন। ইয়েস গ্রুপের সদস্যবৃন্দ কমিউনিটি পরিবীক্ষণে এসিজি সদস্যবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। ইয়েস/এসিজির সংগৃহীত ডেটা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অ্যাপভিত্তিক কমিউনিটি পরিবীক্ষণ চালুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়।

প্যাক্‌টা প্রকল্পের লক্ষ্য

লক্ষ্য: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি হ্রাস ও সেবা প্রদান কার্যক্রমে শুদ্ধাচার বৃদ্ধি।

প্যাক্‌টা প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- আইন, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসনের সক্ষমতা ও চর্চার উন্নয়ন ঘটানো।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর সুশাসন নিশ্চিত করা।
- অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস করে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খাতভিত্তিক গবেষণা এবং প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ পরিচালনা করা।

প্যাকট্যাপ কী

- প্যাক্‌টা প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য টিআইবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি বিশেষায়িত অ্যাপ, যার মাধ্যমে ডেটা/তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- এসিজি সদস্যবৃন্দ প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন।
- প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণমূলক বিগ ডেটা/উপাত্ত প্রস্তুত হচ্ছে। এ সব ডেটা/উপাত্ত নির্দিষ্ট এলাকার সরকারি সেবার মান সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রোমোটিং গুড গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি ইন দি এনার্জি সেক্টর ইন বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার প্রসারে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে গবেষণা-নির্ভর অধিপরামর্শ ও অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Tara Climate Foundation– এর সহায়তায় "Promoting Good Governance and Integrity in the Energy Sector in Bangladesh" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে টিআইবি। প্রকল্পটির মেয়াদকাল অক্টোবর ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে– বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার বৃদ্ধির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের চাহিদা বাড়ানো এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে গবেষণালব্ধ তথ্য বিনিময় ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রোমোটিং ইন্টেগ্রিটি ইন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট অন্যতম খাত হিসেবে বাংলাদেশের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে শুদ্ধাচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)–এর সহায়তায় Promoting Integrity in Solid Waste Management and Climate Finance in Bangladesh প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে টিআইবি। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৭ পর্যন্ত। গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিবিধ অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও নীতিনির্ধারকদের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত নীতি, কার্যক্রম ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে অবদান রাখা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

টিআইবির অর্থায়ন

অর্থায়নের জন্য টিআইবির সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। টিআইবি শুধুমাত্র এমন উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে যারা দুর্নীতিবিরোধী মূল্যবোধ ধারণ এবং টিআইবির উদ্দেশ্যসমূহকে সমর্থন করে। টিআইবির স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপস করতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন কোনো অংশীদারের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয় না। টিআইবির চলমান সার্বিক কার্যক্রমের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো–

সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)

সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)

ফরেইন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)

কিংডম অব দ্যা নেদারল্যান্ডস

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

টিআইবির
সনাক কর্মএলাকা

STOP CORRUPTION

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন)

২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন : (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org TIBangladesh

www.ti-bangladesh.org

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৪